জাপান নিয়ে বাংলা বই

সুব্রত কুমার দাস

ভিন্ন দেশ নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখালেখির ক্ষেত্রে জাপান বিশেষ উল্লেখর দাবিদার। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা থেকে জাপান বিষয়ে বই প্রকাশ রীতিমত দৃষ্টি কাড়ার মত ব্যাপার। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রার পূর্বেও যেমন জাপান বিষয়ে অন্তত ৫টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি ১৯১৯ সালে জাপান-যাত্রী প্রকাশিত হওয়ার পরেও প্রবল সে ধারা অব্যাহত। জাপান বিষয়ে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই, স্বভাবসিদ্ধভাবে, ভ্রমণকাহিনীমূলক। জাপানের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে সত্যিকারভাবে রচিত গবেষণা গ্রন্থও একেবারে দুর্লভ নয়।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীকালে জাপান নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮২-?) জাপান প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। শিক্ষার্থে জাপান ভ্রমণ শেষে জাপান বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় না থাকার অনুভব থেকেই সুরেশচন্দ্রের এ গ্রন্থ রচনা। এতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা যেমন পরিস্ফুটিত, তেমনি ২৫ বছর জাপানে বাস শেষে ইংরেজ লেখক আর্থার লয়েড লিখিত এভরিডে জাপান গ্রন্থের প্রভাবও সুস্পষ্ট। সমসাময়িক জাপান নিয়ে অন্য যে আরেক লেখককে যথেষ্ট উৎসাহী দেখা যায় তিনি যশোরের মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮২-১৯৪৪)। দুবার জাপান ভ্রমণ করলেও দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁর ভ্রমণ ছিল দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ১৯৩৩ সালে। প্রথমবার জাপানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর ভ্রমণ এবং সে প্রেক্ষাপটেই তিনি রচনা করেন মোট তিনটি গ্রন্থ_ যার মধ্যে তৃতীয়টি অর্থাৎ সুপ্ত-জাপান প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। অন্য দুটি গ্রন্থ জাপান-প্রবাস ও নব্যজাপান ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত তথ্য এই যে জাপান নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম এই দুইজন লেখকের দুজনেই ১৯০৬ সালে জাপানে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের গমনের কারণ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ। তবে মজার যে ১৯০৬ পূর্বকালে জাপানে বাঙালির গমন ও অবস্থান বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান এখনও শুরুই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রার অব্যবহিত পূর্বকালে জাপান বিষয়ে বাঙালি আর যে একজনের গ্রন্থ বর্তমানে সুলভ তিনি হরিপ্রভা তাকেদা। বাংলাদেশে অবস্থানরত জাপানি নাগরিককে বিয়ে করার কারণে ঢাকাবাসী ব্রাহ্ম এই মহিলা ১৯১২ সালের নভেম্বর জাপান যাত্রা করেন এবং চার মাস অবস্থান শেষে ফিরে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা শিরোনামে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। দুর্লভ সে গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে ১৯৯৯ সালে।

রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রার পূর্বেই জাপানি শিল্পী সাহিত্যিকদের শান্তিনিকেতনে আগমন সুর্যোদয়ের দেশটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট উৎসাহী করে তোলে। কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করার পর তাঁর সে উৎসাহ সফলতার মুখ দেখে ১৯১৬ সালে। এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জাপান গমন দেশটির মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল অভূতপূর্ব আলোড়ন। যদিও সে উৎসাহে ভাটা পড়ে যায় দ্রুতই। জাপানের রাজনীতি বিশেষ করে রণনীতি বিষয়ে কবিগুরুর উন্মুক্ত বক্তৃতা জাপানিদেরকে প্রাচ্য এ দার্শনিকের নিকট থেকে দূরে ঠেলে দেয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সে অবস্থানটিও খুব বেশি শক্তভাবে স্থায়ী ছিল না। আর তাই মোট তিনবার তিনি জাপান যাত্রা করেন_ যা মোট ৬বার যাত্রায় রূপ নেয় যেহেতু ফেরার পথে প্রতিবারেই তিনি এই দ্বীপদেশটি স্পর্শ করে এসেছেন। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত জাপানযাত্রী বাংলা ভাষায় জাপান বিষয়ে একটি মাইফলক রচনা, যদিও এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই গ্রন্থটির পরমাদরের পেছনের কবির বৈশ্বিক পরিচিতি ভূমিকা রেখেছিল সন্দেহ নেই। কেননা সত্যিকার অর্থে জাপানের ইতিহাসিক-ভৌগলিক-পৌরাণিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ও শিক্ষাগত চিত্র সম্পর্কে সম্পর্কে জ্ঞানের প্রশ্নে মন্মথনাথ ঘোষের গ্রন্থত্রয় অধিকতর সুলিখিত ও তথ্যবহুল। ১৯১৬, ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে জাপান ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে সব বক্তৃতা দেন তার গ্রন্থরূপ ঞধষশং রহ ঔধঢ়ধহ

ছাপার ব্যাপারে জীবদ্দশাতেই কবির ইচ্ছা থাকলেও তার প্রকাশ ঘটেছে সমপ্রতি_ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমবার জাপান ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন কিশোর শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৮৯)। ভ্রমণকালের দিনলিপি ও লিখিত পত্রাবলী নিয়ে তাঁর গ্রন্থ জাপান থেকে জোড়াসাঁকো (২০০৫) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা আমার কথা (১৯৯৫)-তেও জাপান ভ্রমণ সময়কাল স্থান পেয়েছে যথেষ্টভাবেই। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে প্রধান যে দুজন বাঙালি লেখক জাপান ভ্রমণ করেন এবং দেশটির উপর গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এবং অন্নদাশংকর রায় (১৯০৯-২০০২)। অন্নদাশংকর রায়ের গ্রন্থ জাপান প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর জাপানি জর্নালের প্রকাশকাল ১৯৬২। জাপানযাত্রী, জাপানে এবং জাপানি জর্নাল যদি কোন পাঠক একই সাথে পড়া শুরু করেন, তাঁর নজরে আসবে গ্রন্থ তিনটির মধ্যেকার এক ধরনের সাযুজ্য।

বাংলা ভাষায় জাপান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় যে সকল সাহিত্যিক পরিব্রাজক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে জাপানি অধ্যাপক বাংলাপ্রেমী কাজুও আজুমা (জন্ম ১৯৩১) অন্যতম। রবীন্দ্র রচনার জাপানি অনুবাদ, জাপানে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসার ইত্যাকার সকল কাজে তাঁর নমস্য ভূমিকা। জাপান, রবীন্দ্রনাথ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর অন্তত চারটি গ্রন্থ রয়েছে। প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ও জাপান, রবীন্দ্রনাথের টুকরো লেখা, জাপান ও রবীন্দ্রনাথ : শতবর্ষের বিনিময় এবং জাপান, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য ছাড়াও তিনি অনুবাদ করেছেন কবিগুরুর গোরা, চার অধ্যায়, মুক্তধারা_ বাংলা থেকে জাপানিতে। অন্যদিকে জাপানি থেকে বাংলাতে অনুবাদ করেছেন কাম্পো আরাই-এর ভারত ভ্রমণ দিনপঞ্জিসহ আরো অনেক গ্রন্থ। পশ্চিম বাংলা থেকে জাপান বিষয়ে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : প্রভাষরঞ্জন দে'র জাপান দেখে এলাম, পবিত্র সরকারের জাপানে কয়েকদিন, ভূমিকায় উলি্লখিত মন্মথনাথ ঘোষের পুত্র কুমারেশ ঘোষের জাপান-জাপানী, নারায়ণ স্যানালের জাপান থেকে ফিরে, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাপান যেমন, মুহম্মদ নূরুল ইসলামের জাপানে যা দেখলাম, আশুতোষ ভট্টাচার্যের জাপানের আঙিনায়, অজিত কুমার ঘোষের সূর্যদয়ের দেশে, আশিষ সান্যালের জাপান রবীন্দ্রনাথ এবং ইত্যাদি। এছাড়া ড. হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জাপানের ইতিহাস দেশটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। জাপান প্রবাসী আরেক অধ্যাপক সন্দীপ ঠাকুরের পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির গল্প গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাপান সম্পর্কিত।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ অঞ্চলে জাপান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ মোহাম্মদ মোদাব্বেরের জাপান ঘুরে এলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে জাপান বিষয়ক গ্রন্থের রচনা ধীরগতির ছিল বলে ধারণা করা যায়। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক মনসুর মুসার জাপানের পথে সে ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এছাড়া ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল হাই শিকদারের নিপ্পন নি সাগাগু। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ডাঃ আবদুস সাত্তারের জাপান থেকে মেক্সিকোর একটি অংশ জাপান নিয়ে তা শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছিল মুস্তাফা জামান আব্বাসীর সৃষ্টিশীল গ্রন্থ জাপান যা পরবর্তী বছরেই দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করেছে। ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবি নির্মলেন্দু গুণের পুনশ্চ জাপানযাত্রী। ২০০৯ সালে সুফিয়া বেগমের যেমন দেখেছি জাপান ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে প্রবীর বিকাশ সরকারের জাপানের নদী নারী ফুল যেটিও লেখকের গবেষণাধর্মী ও ইতিহাস প্রিয় মননেরই ইঙ্গিত দেয়। যার আরেক বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ জানা অজানা জাপান। গ্রন্থটির ২৭০ পৃষ্ঠার প্রথম খ- প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৮-এ এবং প্রায় একই কলেবরের দ্বিতীয় খ-টির প্রকাশিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ।

জাপানি দার্শনিক ওকাকুরা তেনশিন (১৮৬২-১৯১৩) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর সংযোগের ভেতর দিয়ে জাপান-বাংলা সাহিত্যিক-দার্শনিক যোগাযোগের মাইলফলক সূচিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তেনশিনের গ্রন্থ দি বুক অব টি এক এশিয়ার দার্শনিক ভিত্তি। ১৯০২ সালে প্রথমবারের মত ভারত ভ্রমণকালেই

তেনশিনের সাথে যোগাযোগ ও নৈকট্য ঘটেছিল বাঙালি জাতির তৎকালীন অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। যদিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার জাপান ভ্রমণের পূর্বেই তেনশিনের মৃত্যু হয় এবং ১৯২৪ সালে তিনি তেনশিনের 'এশিয়া ইজ ওয়ান' দর্শনের বিরোধিতাও করেন, সম্ভবত এ কারণে যে রবীন্দ্রনাথ ততদিনে 'এক এশিয়া'র পরিবর্তে 'এক বিশ্ব' দর্শনে নিজেকে উপনীত করেছেন। তেনশিনের সাথে বাঙালি মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭১-১৯৩৫) যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা ১৯১২ সালে কলকাতায় তেনশিনের দ্বিতীয়বার ভ্রমণকালে পত্রপ্রেমে রূপ নেয়। জাপানের গেইশা রমণীদের জীবন নিয়ে প্রিয়ম্বদা রচনা করেন 'রেণুকা' (দ্র. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, ১ম খ-, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৪)।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে জাপান থেকে সত্য শিরোনামে মাসিক ট্যাবলয়েড একটি কাগজের ২২টি সংখ্যা বের হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বারবার জাপান গেছেন, সরকার প্রধান থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত স্তরে তাঁর সংযোগ ঘটেছে সত্য, কিন্তু তাঁকে নিয়ে শতবর্ষ উদ্যাপনে এমন যজ্ঞ বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে অবিশ্বাস্য লাগে। এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী হিসেবে জাপানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যাত্রা পুরো জাপান জাতির জন্য যেমন ছিল একটি উৎসবমত ব্যাপার তেমনি প্রথম যাত্রাতেই জাপানের বিশ্বনীতি-রাজনীতি-রণনীতিকে তাঁর বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিমুখতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা অপসারিত হতে সময় লেগেছিল অনেক।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আগ্রহী জাপানিদের মধ্যে অগ্রগণ্য পুরুষ কাজুমা আজুমার উত্তরসূরি হিসেবে প্রবীর বিকাশকে চিহ্নিত করা যায় সহজেই। আজুমার গ্রন্থের অনেক বিষয়ই প্রবীর বিকাশের গ্রন্থেরও বিষয়, তবে প্রবীর বিকাশ প্রথমবারের মত আজুমা লিখিত প্রসঙ্গগুলোকে অনেক পরিশীলিত ও সামগ্রিকতায় উপস্থাপন করেছেন। জাপান সংসর্গে বাঙালি সমাজের প্রিয় সুভাষচন্দ্র বসু, তাঁর জাপানি প্রেক্ষাপট, জাপান গমন, অবস্থান, মৃত্যু সবই কাজুমা আজুমা ও প্রবীর বিকাশ সরকারের বিষয়। জাপান-প্রাসঙ্গিকতায় বাংলা ভাষায় যত বই রচিত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই সেগুলোর অধিকাংশই ভ্রমণকাহিনী_ কখনো সাধারণ বিবরণে পূর্ণ, কখনো সে বিবরণকে ঋদ্ধ করেছে জাপানের ঐতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিষয়াদি। ভ্রমণ-বিবরণ ও ভ্রমণ-বিবরণ ব্যাতিরেকে জাপানের প্রসঙ্গাদি নিয়ে গভীর অভিনিবেশে গ্রন্থ রচনা জাপান বিষয়ে বাঙালির আগ্রহকেই সূচিত করে ।